সমকাল

এ কেমন সংশোধিত গ্রেডিং পদ্ধতি?

গত ২০০১ সালে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রথম প্রকাশ করা হয়, যা ছিল বেশ ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় এই পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই তা সংশোধন আনা হয় এবং একটি গ্রেড বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের তা হতাশ করছে। কেননা আগে ৬০-৭৯ মার্কের গ্রেডের জন্য পয়েন্ট ছিল ৪ এবং বর্তমানে ৬০-৬৯ মার্কের জন্য পয়েন্ট হল ৩.৫। সংশোধিত গ্রেডিং পদ্ধতিতে চতুর্থ বিষয়ের মার্ক যোগ করার কথা রয়েছে। কিন্তু তা ২০০৪ সাল থেকে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন হল- আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় কেন চতুর্থ বিষয়ের মার্ক যোগ করা হবে না? কেন এ বছর ছাত্রছাত্রীরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে? তারা যদি এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, তবে কেনই বা এ বছর থেকে সংশোধিত পদ্ধতি কার্যকর করা হবে? আগে যেখানে ৬০ নম্বর পেলে ৪ পয়েন্ট পাওয়া যেত সেখানে এখন ৬০ পেলে ৩.৫ পয়েন্ট কম পাওয়া যাবে। তাই যদি চতুর্থ বিষয়ের মার্ক যোগ না করে সংশোধিত পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশ করা হলে ছাত্রছাত্রীরা বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাই যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ এ বছর থেকেই যাতে চতুর্থ বিষয়ের মার্ক বা পয়েন্ট যোগ করে ফলাফল প্রকাশিত হয় সেই ব্যবস্থা করবেন।

মোঃ নুরুন্নবী সোহাগ
২য় বর্ষ, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা

নতুন গ্রেডিং পদ্ধতির অসঙ্গতি

এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের মেধার মান যাচাইয়ে গ্রেডিং পদ্ধতির আবারও সংস্কার হল। কয়েক বছর পরপর পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন সাধনে বলির পাঠা বানানো হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। ইতিমধ্যে যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে বিদেশে পড়তে গেছেন, তাদের অনেকেই গ্রেডভিত্তিক সার্টিফিকেটের মান নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। বহির্বিশ্বে সর্বত্র যেখানে গ্রেডিং স্কেল ৪-এ প্রকাশ পায় সেখানে আমাদের দেশে গ্রেডিং স্কেল করা হয়েছে ৫। আবার মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশের পাবলিক ইউনিভার্সিটি এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে গ্রেডিং স্কেল ৪ রাখা হয়েছে। নতুন গ্রেডিং পদ্ধতিতে শুধুমাত্র গ্রেড-এর শ্রেণীব্যাপ্তি ২০ ভেঙে ১০ করা হয়েছে। অর্থাৎ নতুন পদ্ধতিতে ৭০ থেকে ৭৯ নম্বরের জন্য এ গ্রেড এবং ৬০ থেকে ৬৯ নম্বরের জন্য নতুন গ্রেড এ মাইনাসের প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু ৮০ থেকে ১০০ নম্বরের মধ্যে কোন বিভাজন করা হয়নি। ফলে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ালেখায় সুস্থ প্রতিযোগিতা হ্রাসের আশংকা দেখা দেবে। অন্যদিকে চতুর্থ বিষয় ছাড়াই যেসব শিক্ষার্থী এ প্লাস পাবে, তাদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলকভাবে চতুর্থ বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট যোগ করা হবে না। অথচ এ গ্রেডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা চতুর্থ বিষয়ের নম্বরের বরাতে এ প্লাস পাবে।

তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের কাছে আবেদন- বছর বছর গ্রেডিং পদ্ধতির পরিবর্তন না করে যুগোপযোগী গ্রেডিং পদ্ধতির রূপরেখা প্রণয়ন করে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অবসান ঘটানো হোক।

সাহেদ আহমেদ চৌধুরী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এ মাইনাস কেন?

সংশোধিত গ্রেডিং পদ্ধতিতে A- নামে একটি গ্রেড রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল ভাল স্কোর নিয়ে পাস করা সত্ত্বেও একজন শিক্ষার্থীকে কেন টিক সংবলিত ফলাফল গ্রহণ করতে হবে? কখনই কোন সফলের প্রতীক হতে পারে না। তাই গ্রেডিংয়ের এই স্তরটিকে (৬১-৭০) B+ হিসাবে ঘোষণা দেয়া হোক।

শামলা হক, মুন্সীপাড়া, রংপুর

চতুর্থ বিষয় নিয়ে কথা

গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কার মেধার সঠিক মূল্যায়নের জন্য একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ- এতে কোন সন্দেহ নেই। এজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, শিক্ষাজীবনের ৬ষ্ঠ থেকেই দেখতে পাচ্ছি আমরাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার গিনিপিগ। ক্লাস সিক্স থেকেই পরীক্ষণের প্রসঙ্গ বন্ধ হতে হতে আজ আমরা এইচএসসি পরীক্ষার্থী। নবম শ্রেণীতে উঠেই পরিচিত হয়েছি সম্পূর্ণ নতুন communicative system-এর সঙ্গে। যে বিষয়ে স্যাররাও আমাদের সঠিক ধারণা দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এসএসসিতে পরিবর্তন করা হল রেজাল্ট সিস্টেম। আমরা এতই দুর্ভাগা যে, পরীক্ষা দেয়া দু'মাস পরও সঠিকভাবে বুঝতে পারিনি গ্রেডিংটা কি এবং ঠিক কিভাবে দেয়া হবে আমাদের রেজাল্ট? ঐচ্ছিক বিষয়ে জিপিএ ৫ পেলেও তা আমাদের রেজাল্টে কোন ভূমিকা রাখেনি। বাংলা ইংরেজি টিচারদের এসার্জির কারণে জিপিএ ৫ পাইনি আমরা অনেকেই। আমাদের ছোটরা এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে, কারণ হয়তো স্যারদের ঘুম ভেঙেছে। এখন ২০০৪ সালের পাবলিক পরীক্ষায় ঐচ্ছিক বিষয়ের পয়েন্ট (২ বাদ দিয়ে) যোগ করা হবে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে হবে না কেন? যদি না হয় তবে জিপিএ ৫ হাতেগোনা কয়েকজনই পাবে এসএসসি ২০০১-এর মতো কিংবা তার চেয়ে কম। কিন্তু ২০০৪ থেকে পাবে ভূরি ভূরি। তবে আমরা কেন বঞ্চিত হব ভাল রেজাল্ট থেকে। কোন কারণে জুনিয়রদের সঙ্গে যদি প্রতিযোগিতায় নামতে হয় তবে গ্রেডিং সিস্টেম ভিন্ন হওয়ার কারণে আমরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকব। তাই চতুর্থ বিষয়ের পয়েন্ট যোগ করলে তা করতে হবে ২০০৩ সাল থেকে। এটাই আমাদের দাবি। শিক্ষামন্ত্রী কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কি বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

সুলতান, সামসুদ্দীন সোহেল, মঞ্জু
২০১, গেরেবাংলা হল, চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম

তারিখ 1 9 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... ৭ ...